ব্লা ক ফ রে স্ট

উন্মুক্ত সৌধ দিবস

সৌধ বলতে শুধুই কোনো মূর্তি, কোনো স্তম্ভ বোঝায় না। সৌধ হতে পারে সুপ্রাচীন কোনো ভবন

লিখেছেন জার্মানী থেকে তাসলিমা খানম

৮ সেপ্টেম্বর ছিলো এক বিশেষ দিন। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা প্রাচীন ভবন, ঐতিহ্যময় স্মৃতিসৌধ এসবের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। দর্শনার্থীরা এই দিনে এসব ভবন, সৌধমালা, ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। যেগুলো এমনিতে জনগণের জন্য বন্ধ থাকে অন্যান্য সময়। সারা জার্মানিতে পালিত হয়েছে 'উন্মুক্ত সৌধ দিবস'। জার্মান ভাষায় বলা হয়ে থাকে ' Der Tag Des Affenen Denkmals '

সেই ১৯৯১ সাল থেকেই চারু শিল্পীদের ইউরোপের 'হেরিটেজস ডে'। জার্মানিতে এই উন্মুক্ত সৌধ দিবস পালনের ব্যাপারটা তারই অংশ। সৌধ বলতে শুধুই কোনো মূর্তি, কোনো স্তম্ভ বোঝায় না। সৌধ হতে পারে সুপ্রাচীন কোনো ভবন, যার নির্মাণে স্থাপত্যশৈলীতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কোনো বিশেষত্ব। সৌধ পালিত করে অবশ্যই প্রাচীন আমলের কোনো বারক, গম্ফক অথবা অন্যান্য স্থাপত্য রীতিতে তৈরি গির্জা। এই ঐতিহ্যবাহী ভবন ও সৌধগুলোর সুরক্ষার, লালনের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জার্মানিতে এমন সব ভবন মিলবে যেগুলো সৌধ সুরক্ষার আওতায় পড়ে। অর্থাৎ এসব ভবনের সংস্কার করা যাবে। কিন্তু তার বাইরের এবং ভেতরের কাঠামোটা পাল্টাবে না। আমাদের উপমহাদেশের যেখানে পুরাতন সবকিছু ভেঙে ফেলার জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে পুরাতনকে তার অতীত গরিমায় ধরে রাখাটাই এখানকার রীতি। আজ সেই শোভন গতিটাকে স্মরণ করারই দিন। উন্মুক্ত সৌধ দিবস আজ পালন করছে সমস্ত জার্মানিতে। গত বছর এই দিনে সারা জার্মানিতে ৩০ লাখ উৎসুক মানুষ ঘুরে দেখেছেন এসব ভবন ও সৌধমালা, যেগুলো বছরের অন্য সময় সাধারণত বন্ধ থাকে সর্বসাধারণের জন্য। জার্মানিতে আজ সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি ভবন ও সৌধের দ্বার খোলা ছিলো সাধারণ মানুষের জন্য। প্রতি বছরই এই 'উন্মুক্ত সৌধ দিবসে'র একটি স্লোগান বেঁধে দেয়া হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবারকার স্লোগানের বাংলা করলে বলা যায় 'কোনো সৌধ কদাচিৎ নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে'। অর্থাৎ কিনা প্রাচীন পথঘাট, নগরচত্বর পুরনো শহর এলাকা এসবের মাঝেই তো সৌধের গরিমাময় উপস্থিতি। যেমন- বার্লিনের প্রাচীর, লুড্ ভিগসবুর্গ দুর্গ, টুইবিংগেন দুর্গ, রাস্টাট দুর্গ, ভুইস্‌বুগ দুর্গ, স্টুটগার্ট সোলিটুড দুর্গ, ক্লোস্টার এবং ক্লোস্টারগির্জা।

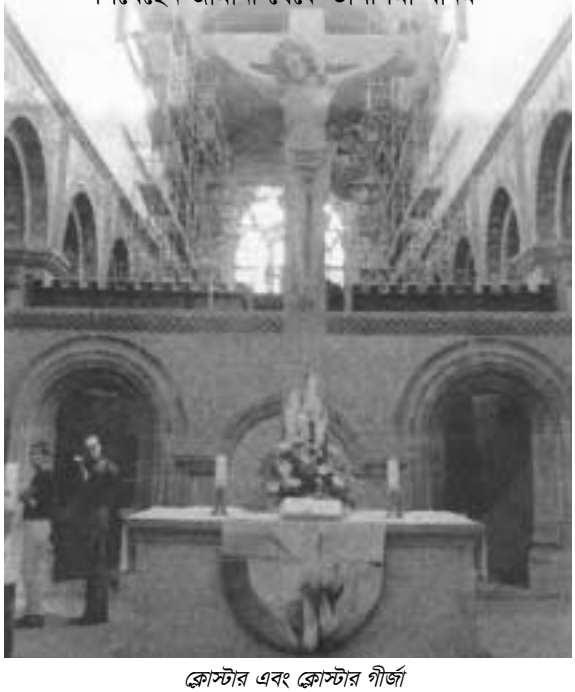

ক্লোস্টার এবং ক্লোস্টার গীর্জা

Freudenstadt, Black-Forest , Germany

নি উ ই য় র্ক

স্বপ্নের কথা

বাংলাদেশ একদিন সমস্ত দুর্নীতির খোলস ছেড়ে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হবে। যে দেশে শিক্ষার হার হবে ১০০%

যে দেশের সোনার ছেলে-মেয়েরা ক্রিকেট, ফুটবল, শুটিং, দাবাসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। যে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকবে না, হরতাল-লোডশেডিং থাকবে না। পুলিশ যে কোনো প্রয়োজনে সাহায্যের জাদুকরি হাত বাড়িয়ে দেবে। আইন তার সৎ পথে চলবে যে কোনো অন্যায়ের বিচার করতে। যানজট ভেঙে প্রশস্ত রাস্তায় চলবে নিয়মমানা যানবাহন। অর্থনৈতিক বিশাল ব্যবধানে থাকবে না কোনো নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্ত শ্রেণী। রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করবে না কোনো করুণ মুখ এক মুঠো ভাতের অধিকারে। ধর্মের নামে দোররা মারা হবে না কোনো গ্রাম্য সালিসে। চিকিৎসার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার কারণে কথায় কথায় দৌড়াবে না কেউ ভারতে-সিঙ্গাপুরে। বিনোদনের জন্য তীর্থের কাকের মতো চেয়ে থাকতে হবে না ইন্ডিয়ান মুভির দিকে। কারণ বাংলাদেশ সেদিন সমস্ত দিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ...হয়তো বা আর ৫০ বছর... বা ১০০ বা ২০০ বছর পর। কিন্তু সেই দিন, একদিন আসবেই। শুধু ভাবতে কষ্ট হয়... প্রচন্ডরকম... আমি থাকবো না সেদিন, দেখে যেতে পারবো না স্বপ্নের বাস্তবায়নকে! তবুও... স্বপ্ন সত্যি হোক- এই প্রত্যাশাই করি।

Geeti, 808 Foster ave. Brooklyn, N.Y.11230, U.S.A

প্রথম পর্বের বিজয়ীরা পেয়েছেন ১৪টি পুরস্কার

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কু ই জ প্র তি যো গি তা

শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব, শেষ পর্ব

মেগা পুরস্কার সব এ পর্বেই

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১" কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পামটপ অর্গানাইজারসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায়

প্যা ।রি ।স

আনন্দভ্রমণ

আগস্ট মাস ইউরোপবাসীদের জন্য আনন্দের মাস। এ সময়টাতে বাঙ্গালিরাও উৎসবে মেতে ওঠে

আবহাওয়াগত কারণে ইউরোপবাসীদের জন্য আগস্ট খুব আনন্দের মাস। ইউরোপিয়ানদের মতো এখানে বসবাসরত বাংলাদেশীরাও তাতে পিছিয়ে নেই। যার ফলে, প্রতি বছরের মতো এবারও ফ্রান্সে বসবাসকারী বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসীরা 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ কমিউনিটি ফ্রান্স'-এর পক্ষ থেকে গত ৮ আগস্ট আনন্দ ভ্রমণ বা বনভোজনের আয়োজন করেন। সকাল ৭.৩০ মিনিটে প্যারিসস্থ বৃহত্তর ময়মনসিংহ কমিউনিটি ফ্রান্সের কার্যালয়ের সামনে থেকে একত্রিত হয়ে বাসযোগে La ville de ouistreham নামক শহরের সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশে যাত্রা আরম্ভ করেন। শহরটি প্যারিস থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে ইংলিশ চ্যানেলের তীরে অবস্থিত। রাস্তায় ২০ মিনিট বিরতির মাধ্যমে সকালের নাস্তা শেষ করে অবিরাম সাড়ে তিন ঘন্টা চলার পর নির্ধারিত স্থানে বাস গিয়ে পৌঁছায়। বনভোজন শব্দটার মর্যাদা রক্ষার্থেই ঐতিহাসিক Ouisterham শহীদ মিনারের পার্শ্ববর্তী সমুদ্র সৈকতেই একটা ছোট বনের মাঝে সম্মিলিতভাবে দুপুরের ভোজনের কাজ সেরে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরম্ভ হয়, সমুদ্রস্নানসহ অন্যান্য প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে এই প্রমোদ ভ্রমণে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

এই আনন্দ ভ্রমণকে সার্থক করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়েছেন তারা হলেন আবুল মুনছুর, আবুল কালাম ফরাজী, জসীম উদ্দিন, লিটন, আবদুস সালামসহ আরও অনেকে। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ কমিউনিটি ফ্রান্সের আহ্বায়ক মোঃ আঃ বারেক ফরাজী। পরিচালনা করেন সংগঠনের বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক আবুল মুনছুর। পুরস্কার বিতরণী শেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে ২০০২-এর এই প্রমোদ ভ্রমণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৪ সালের যুদ্ধে হিটলারের বাহিনী এই শহরটা দখল করে নেয়। ১৯৪৪ সালেরই ৬ জুন ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যৌথ নৌবাহিনী সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে এই শহরটি পুনরায় তাদের দখলে আনেন। ঐ যুদ্ধে যৌথ নৌবাহিনীর ১৭৭ জন অফিসার ও সৈনিক নিহত হন। মারাত্মকভাবে আহত হন ৩৩ জন। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে La ville de ouistreham শহরের সমুদ্র সৈকতে এই শহীদ মিনারটি তৈরি করা হয়।

Mohamed Abdul Barek Farazi
5, Place Roger Salengro
95140, Garges Les Gonesse, Paris, France

টো ।কি ।ও

ওজিমায় উৎসব

ওজিমা নেবুতা উৎসব খুব বিখ্যাত। তা না হলে রাষ্ট্রীয় টিভি NHK কেন প্রতিবছর নিউজে দেখায়? এ কথা ভেবে রওয়ানা দিলাম টোকিও থেকে বহুদূরে ছোট্ট শহর ওজিমা। চারদিকে ফসলের মাঠ, মাঝখানে শহরের প্রধান সড়ক; যে সড়কেই ওজিমা নেমুতা উমাচুরি, আমাদের দেশের গরুর গাড়ির ন্যায় মানুষে টানা অসংখ্য গাড়ি সেখানে, তবে সেগুলো বিশালাকৃতির। তার ওপরে খুব সুন্দরভাবে কোনোটিতে এদের (বৌদ্ধদের) বিরাট বিরাট দাঁত বের করা দেবতার ছবি আঁকা আবার কোনোটির ওপরে বিরাট বিরাট ঢোল। ঢোলের ওপরে কিমনো পরা মেয়েরা বসা। সে ঢোলগুলোতেই মিটসুবিশি লেখা। বোধ হয় উৎসবের স্পনসর, আবার কোনোটির ওপরে খুব সুন্দর বিরাট লাল ছাতা, সন্ধ্যা হতেই সবক'টি গাড়ির নিচে রক্ষিত জেনারেটরের বিদ্যুতে আলোকিত হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অবলোকন করে থাকে।

ওজিমা উৎসবে ঢোলের উপর দুই তরুণী

এসব ভাবতে লাগলাম, জাপানি জাতি যীশু খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বের বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক দিকটা রক্ষা করে চলেছে। এদেশে প্রতিবছর বুদ্ধিজীবীরা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়ে থাকেন। কিন্তু তারা কখনও এই মৌলিক দিক সংরক্ষণকারীদের মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করেন না। অথচ যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইসলামকে আমাদের দেশে মৌলবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, জাপানি মুসলমানেরা নিজেদের সংখ্যালঘু ভেবে বাংলাদেশে হিজরত করে না।

মোহাম্মদ তানাকা
টোকিও, জাপান

সা ।ফা ।ত

মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার

বর্তমান সরকারের বয়স ১০ মাস শেষ হতে না হতেই দেখলাম বেশ ক'জন মুক্তিযোদ্ধাকে একেবারে হাতে ধরে রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে নিদারুণ অত্যাচার নিপীড়নে এক ধরনের নিঃস্ব করা হয়েছে। আমাদের জনগণের সরকার আড়ি পেতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরবচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন হাজারো খুন, ধর্ষণ, শিশু হত্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মিল-কলকারখানা বন্ধ, বিক্রি, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের জিম্মিকরণ প্রক্রিয়া ও দেশের প্রায় ২৪ লাখ বিদেশে অবস্থানকারী প্রবাসীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ দিয়ে সরকারের ৬ ডজন মন্ত্রীর শেকড় শক্ত করার নতুন প্রক্রিয়া। এখানেই শেষ নয়, বর্তমান সরকার সুদূর প্রবাসে থেকে কে কখন সরকারের অপকর্মের সমালোচনা করেন লেখায় বক্তব্যে তাদেরও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দেখেন বলেই প্রায় পাঞ্চাশোর্ধ্ব একজন স্বাধীন ও শৌখিন সংবাদ প্রতিবেদক ও কুয়েতস্থ একজন সরল সাধারণ মানুষ যাকে দেখতে যে কোনো মানুষেরই শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নেয়। মুখে বড় দাড়ি, চুল-দাড়ি পেকে গেছে, সাধারণ পোশাক, মার্জিত ব্যবহার অথচ সেও নাকি রাষ্ট্রদ্রোহী! অথচ যানা যায় তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, সমাজের দর্পণ, সাংবাদিকও বটে। তাছাড়া নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়েন, রোজা রাখেন।

Jahangir Hossain Bablu, Post Box No- 23054, Cod No- 13091, Safat, Kuwait